UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ

DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

PEACE IS IN OUR HANDS
2001-2010 INTERNATIONAL DECADE FOR A CULTURE OF PEACE AND NON-VIOLENCE FOR THE CHILDREN OF THE WORLD

ডিসেম্বর ২০০৭ | December 2007

১৯শ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা | Volume-IXX, No. XII

মানবাধিকার দিবস ২০০৭

আমাদের সবার জন্য মর্যাদা ও ন্যায়বিচার : ১০ ডিসেম্বর ২০০৭
সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা : ১৯৪৮–২০০৮

২০০৭ সালের মানবাধিকার দিবস হলো সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার বছরব্যাপী ৬০তম বার্ষিকী পালনের সূচনা।

এসব অধিকার যে একটা জীবন্ত বাস্তবতা– সকল স্থানে সবার যে জানা, সবার যে বোধগম্য ও সবাই যে ভোগ করে তা নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। এটা অনেক ক্ষেত্রেই তারা যাদের মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, যাদের এটাও জানা প্রয়োজন যে এই ঘোষণা বিদ্যমান রয়েছে–আর এর বিদ্যমানতা তাদেরই জন্য।

মহাসচিব বান কি–মুন

সার্বজনীন মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের প্রতি একটা অঙ্গীকার হিসেবে ২০০৮ সালের প্রতিপাদ্য 'আমাদের সবার জন্য মর্যাদা ও ন্যায়বিচার' সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার (ইউডিএইচআর) লালিত স্বপ্নকে জোরদার করে। এটা কোনো বিলাস নয় বরং অপূর্ণ ইচ্ছার একটা তালিকা। ইউডিএইচআর এবং এর মর্মনিহিত মূল্যবোধ, সহজাত মানবিক মর্যাদা, অবৈষম্য, সমতা, ন্যায্যতা ও সার্বজনীনতা সবার ক্ষেত্রে, সর্বত্র ও সবসময় প্রযোজ্য। সার্বজনীন ঘোষণা স্থায়ী ও স্পন্দনশীল এবং এটা আমাদের সবার জন্য গুরুত্ব বহন করে।

১৯৪৮ সালে গৃহীত হওয়ার পর থেকে এই ঘোষণা মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা এগিয়ে নেয়া এবং রক্ষা করার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় একটা প্রেরণা হয়েছিল এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

ষাট বছর আগে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা যখন গৃহীত হয় তখন থেকে তা যে কি একটা মৌলিক পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করেছে তা আজ কল্পনা করা কঠিন। যুদ্ধ-পরবর্তী ধ্বংসযজ্ঞে বিপর্যস্ত, ঔপনিবেশিকতাবাদে বিভক্ত ও অসমতায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন একটি বিশ্বে বর্ণ, জাতি বা জন্মের উৎস নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি সহজাত মর্যাদা ও সমতার প্রথম বিশ্ব জোড়া পবিত্র অঙ্গীকার বিধৃত করে একটি সনদ হলো এক বলিষ্ঠ ও সাহসী উদ্যোগ।

মানবাধিকার রক্ষা করার একটা অপরিহার্য উপাদান হলো মানুষের অধিকারগুলো কী এবং সেগুলো কীভাবে রক্ষা করতে হয় সে সম্পর্কে তাদের ব্যাপক একটা জ্ঞান ও ধারণা। এই ঘোষণা এখন ৩৬০টির বেশি ভাষায় পাওয়া যায় এবং বিশ্বে সর্বাধিক অনূদিত দলিল, যা তার সার্বজনীন প্রকৃতি ও আওতার একটা সাক্ষ্য।

এই ঘোষণার মূল প্রণেতাদের অসাধারণ স্বপ্ন এবং সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য অনেক সংগ্রামী যারা তাদের স্বপ্নকে একটা বাস্তবে পরিণত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন তাদের প্রতি আমরা ষাট বছর ধরে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছি।

এই ঘোষণা প্রত্যেকের, আমাদের প্রতিজনের– এটা পড়ুন, জানুন, এগিয়ে নিন এবং নিজের বলে দাবি করুন।

60 UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

Dignity and justice for all of us

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার

একটি উত্তরণমূলক ব্যবস্থা

— গিসলেইন অনডিয়াস অকুমা

জাতিসংঘের সংস্কার, নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, নিরাপত্তা পরিষদের বিস্তৃতির প্রশ্নটি দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ পরিষদের একটা আলোচনার বিষয়। নিরাপত্তা পরিষদে ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব এবং এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি ১৯৭৯ সালে ৩৪তম অধিবেশনে পরিষদের এজেন্ডায় সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয়। ৪৮তম অধিবেশনে ১৯৯৩ সালের ৩ ডিসেম্বর পরিষদ ৪৮/২৬ সংখ্যক প্রস্তাব গ্রহণ করে, যাতে নিরাপত্তা পরিষদে ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব ও এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিষ্পন্ন করার জন্য একটি অবারিত কার্যগ্রুপ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২০০৭ সালেও সংস্কারের বিষয়টি পরিষদের আলোচনায় গুরুত্ব পায়। ঐসব আলোচনা নিরাপত্তা পরিষদের কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এবং সংঘাতরোধের নীতিমালা ও মতবাদ গড়ে তোলা, ক্রমবর্ধমান হারে জটিল সঙ্কটের ব্যবস্থাপনা, শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণের প্রয়োজন চিহ্নিত করা এবং সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ের মতো নতুন নতুন হুমকি মোকাবিলার মাধ্যমে তার ভূমিকা স্পষ্ট করেছে।

বেশির ভাগ সদস্য দেশ পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে একমত; কিন্তু বৃদ্ধির শ্রেণী ও সংখ্যা প্রশ্নে তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভক্তি রয়েছে। সাধারণ পরিষদের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন চলাকালে বর্তমান সভাপতি সরগজান কেরিম সংস্কার প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ও জটিলতা পুনর্ব্যক্ত করেন, যা ২০০৫ সালের শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জোর দিয়ে উলে-খ করেছিলেন। ২০০৭ সালের ১৫ জুন এক সংবাদ সম্মেলনে মি. কেরিম এই অভিমত সমর্থন করেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের বৈধতা জোরালো করার জন্য তাকে আরো প্রতিনিধিত্বশীল, কার্যকর ও স্বচ্ছ হতে হবে।

বর্তমান অবস্থান ও সংস্কার প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাব রয়েছে

ব্রাজিল, জার্মানি, ভারত ও জাপানের সমন্বয়ে চার জাতি গ্রুপ (জি-৪) পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৫ থেকে ২৫-এ উন্নীত করার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে অন্তত ১৫ বছরের জন্য ভেটো ক্ষমতা ছাড়া ছয়টি স্থায়ী আসন থাকবে এবং চারটি নতুন অস্থায়ী আসন থাকবে। তবে ইতালি/পাকিস্তানের নেতৃত্বে 'মতৈক্যের জন্য ঐক্য (ইউএফসি)' নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির বিপক্ষে; তারা কেবল পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৫-এ উন্নীত করার পক্ষপাতী, যাতে নতুন ১০টি অস্থায়ী সদস্যপদ থাকবে যারা অনতি-পরবর্তী পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনাসহ দু'বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবে। তৃতীয় গ্রুপ হলো আফ্রিকান গ্রুপ- যা নতুন স্থায়ী ও অস্থায়ী আসনের প্রস্তাব করেছে। এই গ্রুপ বিশেষ করে আফ্রিকার জন্য দুটি স্থায়ী ও পাঁচটি অস্থায়ী আসন এবং সদস্য সংখ্যা ১৫ থেকে ২৬-এ উন্নীত করার প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রস্তাবে বর্তমান স্থায়ী সদস্যদের মতো ভেটো ক্ষমতাসহ একই ধরনের বিশেষ প্রাধিকার রাখার কথা বলা হয়েছে। এই অবস্থান এজুলউইনি ঐকমত্য, সারটে ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলনে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

এসব গ্রুপ ২০০৫ সালের জুলাই মাসে তাদের নিজ নিজ খসড়া প্রস্তাব পেশ করেছে; কিন্তু তিনটি প্রস্তাবের কোনোটিই প্রয়োজনীয় সমর্থন পায়নি। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে বিষয়টিকে অচলাবস্থা থেকে বের করে আনার জন্য ৬১তম অধিবেশনের সভাপতি হায়া রাশেদ আল খলিফা (বাহরাইন) চিলি, ক্রোয়েশিয়া, সাইপ্রাস, নেদারল্যান্ড ও তিউনিশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধিবর্গকে ২০০৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি অবারিত কার্যগ্রুপের সঞ্চালক নিয়োগ করেন। সভাপতি পাঁচজন সঞ্চালককে নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার নিয়ে বিরোধ পরিস্থিতির সবচেয়ে নির্ভুল সম্ভব মূল্যায়ন দেয়ার জন্য খোলামেলা, স্বচ্ছ ও সামুদয়িক আলোচনার ম্যান্ডেট প্রদান করেন। উপযুক্ত প্রক্রিয়া নির্ধারণের পর সাধারণ পরিষদের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের চ্যালেঞ্জপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হবে। অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে আলোচনা এবং পরবর্তীকালে অনানুষ্ঠানিক পরামর্শের ভিত্তিতে সঞ্চালকদের একটি রিপোর্ট পরিষদের সভাপতির কাছে ২০০৭ সালের ১৯ এপ্রিল পেশ করা হয় এবং পরদিন ২০ এপ্রিল তা সব সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম অধিবেশন, ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪৬

পরে মিজ হায়া রাশেদ আল খলিফা চিলি ও লিয়েখটেনস্টেইনের স্থায়ী প্রতিনিধিদ্বয়কে সঞ্চালকদের রিপোর্টের ভিত্তিতে পরামর্শ প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেন। ২০০৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর অবারিত কার্যগ্রুপ সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনের জন্য তার কাজ শেষ করে এবং বিষয়টির বিবেচনা পরিষদের ৬২তম অধিবেশনে অব্যাহত রাখার জন্য সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সংস্কার সম্পর্কে উত্তরণমুলক ব্যবস্থা

এখন পর্যন্ত যে অবস্থান দেখা যাচ্ছে, তাতে পরিষদের বিস্তৃতির পর্যায়, ভেটো ও নতুন স্থায়ী আসন সংখ্যার মতো বেশ কয়েকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট মতানৈক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০০৭ সালের ১২ নভেম্বর পরিষদে উপস্থাপিত সঞ্চালকদের সবচেয়ে সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রারম্ভিক অবস্থানের কথা বারংবার পুনর্ব্যক্ত করা সত্ত্বেও রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, একটি সম্ভাবনাময় সমঝোতা খুঁজে বের করার ইচ্ছের মধ্য দিয়ে নমনীয়তা প্রদর্শিত হয়েছে।

সঞ্চালকদের প্রস্তাব অনুযায়ী, মধ্যবর্তী একটা ব্যবস্থার ব্যাপারে সর্বাধিক সম্ভব ব্যাপক মতৈক্য হবে। পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি ও ভেটো ক্ষমতার ব্যবহার এবং কার্যপদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে প্রতিটি পক্ষের জন্য সংস্কারের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ সংবলিত কয়েকটি বিকল্প উপস্থাপন এবং পরিষদের লক্ষ্য অর্জন ও সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হওয়ার মতো সবচেয়ে উপযোগী মডেলটি বিবেচনার কথা বলা হয়েছে।

ব্যাপকভাবে পর্যালোচিত ও আলোচিত দলিল অনুযায়ী, মধ্যবর্তী ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর সদস্যপদ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে যা বর্তমান সনদের আওতায় অন্তর্ভুক্ত নেই। সদস্য দেশগুলো, অন্যান্যের মধ্যে ইচ্ছে করলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি বিবেচনা করতে পারে, যা পর্যালোচনা শেষ হওয়া অবধি মধ্যবর্তী ব্যবস্থার পূর্ণ মেয়াদের জন্য বণ্টন করা যেতে পারে; সম্প্রসারিত আসনগুলো পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনাসহ বর্তমানের চেয়ে দীর্ঘতর মেয়াদের কিংবা সম্প্রসারিত আসনগুলো বর্তমানের চেয়ে দীর্ঘতর মেয়াদের, তবে পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা থাকবে না।

অধিকন্তু মধ্যবর্তী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রগুলো সম্ভবত কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের কাঠামোর মধ্যে ভেটো ক্ষমতা ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার ধরনসহ তা প্রয়োগ সংক্রান্ত বিধিগুলোর বিষয়টি পরীক্ষা করতে চাইতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে উত্তরণমুলক ব্যবস্থার কোনো পছন্দেই ভেটোর ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়টি থাকবে না, যা পর্যালোচনাকালে বিবেচনার জন্য থেকে যাবে। ভেটো ক্ষমতা ব্যবহারের বিষয়টি কার্যপদ্ধতি এবং সদস্যপদের ধরন ও পর্যালোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত। পর্যালোচনা সম্পর্কিত ধারা ভবিষ্যতে সংস্কারের আরো পদক্ষেপ গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করতে পারে। উত্তরণমুলক ব্যবস্থায় সংস্কার সম্পর্কিত ধারার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ ধরনের একটি পর্যালোচনা অবশ্যই ম্যান্ডেটরি হতে হবে এবং নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার সংবলিত সংশোধিত সনদ কার্যকর হওয়ার নির্ধারিত কয়েক বছর পর তা অনুষ্ঠিত হবে।

আজকের জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ

সঞ্চালকদের নতুন ব্যবস্থাবলি ও উত্তরণমুলক কাঠামো উপস্থাপনের আগে হুমকি, চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তন সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল ইতোমধ্যেই দুটি মডেলের প্রস্তাব করেছে। এই প্যানেল যৌথ নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সম্পর্কিত সমীক্ষার ওপর রিপোর্ট ২০০৪ সালে পেশ করে, যাতে জাতিসংঘের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনার সারকথা তুলে ধরা হয়। উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল দুটি ধারণা সম্পর্কে প্রস্তাব প্রদান করে :

১. ভেটো ক্ষমতাবিহীন ছয়টি নতুন স্থায়ী আসন এবং দু'বছর মেয়াদের জন্য অস্থায়ী সদস্যের তিনটি নতুন আসন যা প্রধান অঞ্চলগুলোর মধ্যে বিভক্ত হবে।
২. নতুন কোনো স্থায়ী আসন হবে না, তবে চার বছরের নবায়নযোগ্য মেয়াদের আটটি নতুন এক শ্রেণীর আসন হবে এবং একটি নতুন আসন হবে দু'বছরমেয়াদি (নবায়নযোগ্য নয়), যা প্রধান আঞ্চলিক এলাকার মধ্যে বিভক্ত হবে।

সদস্য দেশগুলোর উৎকণ্ঠা

সদস্য দেশগুলো উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে যে, 'উত্তরণমুলক' ব্যবস্থা প্রশ্নে ঐকমত্য হচ্ছে না। নতুন প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। একটি অভিমত হলো, এটা পরিষদ সংস্কারের বিষয়টিকে দশকের পর দশকের জন্য ঝুলিয়ে দিয়েছে। জিবুতির প্রতিনিধি বলেছেন, 'আপনি আজ যা করতে পারেন তা আগামীকালের জন্য মুলতবি রাখবেন না।' একই কথা মরিসাস ও জ্যামাইকারও। তাদের এবং কিউবার প্রতিনিধির মতে, এই ব্যবস্থায় আফ্রিকার প্রতি একটি ঐতিহাসিক অবিচার চিরস্থায়ী করার বীজ নিহিত রয়েছে, যা কেবল একটি মহাদেশ, যার কোনো আসন নিরাপত্তা পরিষদে নেই। জাতিসংঘে কিউবার স্থায়ী প্রতিনিধি জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁর দেশ নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে জাতিসংঘ সংস্কারকে সমভাবে দেখার প্রবণতার বিরোধী। তিনি প্রধান প্রধান অঙ্গ সংগঠন, বিশেষ করে সাধারণ পরিষদের কার্যাবলি ও ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ এবং এসব অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানান।

আলোচনাকালে এই উত্তরণমুলক ব্যবস্থার অন্যতম সমর্থক আইসল্যান্ড এবং গ্রুপ-৪-এর একজন সদস্য সঞ্চালকদের প্রস্তাবের সঙ্গে তাঁর দেশের ঐকমত্য ব্যক্ত করেন। ফ্রান্সের প্রতিনিধি বলেন, 'প্যারিসও একটা সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী, যা চূড়ান্ত ফলাফলকে ক্ষুণ্ন না করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' তিনি বলেন, খোলামেলা মনোভাব নিয়ে আলোচনা শুরু করার, নমনীয়তা দাবি করার ও সাফল্য অর্জনের জোরালো ইচ্ছে নিয়ে আলোচনা করার সময় এসেছে।

জাতিসংঘ বিষয়ক সাম্প্রতিক কার্যক্রম :
মানবাধিকার দিবস ২০০৭ উদযাপন

বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘ সংস্থার সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদীয় মন্ত্রণালয় গত ১০ ডিসেম্বর ওসমানী মিলনায়তনের মানবাধিকার দিবস ২০০৭ উদযাপন করে। এতে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী। এতে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিসেস বেনেটা লক ডেসালিয়েন। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেন

ওসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের সেমিনারে প্রধান অতিথি ড. কামাল হোসেন বক্তব্য রাখছেন

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এমডিজিবিষয়ক আলোচনা ও জাতিসংঘ লাইব্রেরি কর্নার উদ্বোধন

সম্প্রতি ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এমডিজি বিষয়ক আলোচনা সভা এবং ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব লাইব্রেরিতে জাতিসংঘ রেফারেন্স কর্নার উদ্বোধন করা হয়। এতে এমডিজি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব কাজী আলী রেজা এবং লাইবেরি সেবার ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মো. মনিরুজ্জামান। প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকও এতে বক্তব্য প্রদান করেন। বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব কাজী আলী রেজা এমডিজি বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন

প্রেসক্লাব লাইব্রেরি জাতিসংঘ কর্নার উদ্বোধন

বিশ্ব এইডস দিবস

১ ডিসেম্বর ২০০৭

প্রত্যেকে যাতে এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা, সেবা ও সহায়তা লাভের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। জীবনে আমাদের ভূমিকা যা-ই হোক, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, কোনো না কোনোভাবে আমরা সবাই এইচআইভি নিয়ে বেঁচে আছি। আমরা সবাই এতে আক্রান্ত। আমাদের সবারই সাড়াদানের দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই বিশ্ব এইডস দিবসে, আসুন সেই দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব আমরা প্রদর্শন করি।

– বান কি-মুন, মহাসচিব

এ বছর বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য হলো নেতৃত্ব নিন-এইডস প্রতিহত করুন, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন।

বিশ্ব এইডস দিবস হলো এমন একটি দিন যখন সারাবিশ্বের মানুষ এইচআইভি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এইচআইভি নিয়ে যারা বেঁচে আছে তাদের সঙ্গে বিশ্বের সংহতি প্রকাশের একটি একক প্রয়াসে একযোগে এগিয়ে আসে; কিন্তু বিশ্ব এইডস দিবস কেবল সচেতনতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত নয়। এটা সব সরকার ও নেতৃবৃন্দের প্রতি এইডস সংক্রান্ত সব প্রতিশ্রুতি রক্ষার আহ্বান জানানোর একটা বৈশ্বিক সুযোগ এবং এইডস সম্পর্কে অঙ্গীকার ও কার্যক্রম প্রদর্শনেরও একটা সুযোগ এনে দেয়।

বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী আগামী দু'বছরের (২০০৭-০৮) জন্য নেতৃত্ব নির্ধারণে বিশ্ব এইডস দিবসের প্রচারণা এইডসের প্রতি সাড়া দিয়ে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা বিশেষ করে চিকিৎসা, প্রতিরোধ, সেবা ও সহায়তার সার্বজনীন সুযোগদানের প্রতিশ্রুতি পালনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজের সব স্তরে যে নেতৃত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে তাকে শ্রদ্ধা জানানোর বিষয়টি তুলে ধরছে।

এইডস সম্পর্কিত তথ্য

২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদ

- ২০০৬ সালে সর্বমোট ৩ কোটি ৯৫ লাখ লোক এইচআইভি নিয়ে বেঁচে ছিল (২০০৪ সালের চেয়ে ২৬ লাখ বেশি)।
- ২০০৬ সালে নতুন সংক্রমিত ছিল ৪৩ লাখ (২০০৪ সালের চেয়ে ৪ লাখ বেশি)।
- বিশ্বে আফ্রিকার উপসাহারা অঞ্চলে আক্রান্তের হার সবচেয়ে বেশি। এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা দু'-তৃতীয়াংশ-২০০৬ সালে ২ কোটি ৪৭ লাখ লোকের বাস এ অঞ্চলে। আফ্রিকার উপসাহারায় সব বয়স্ক ও শিশু মৃত্যুর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ঘটে এইডসে- বিশ্বে এইডসে মৃত ২৯ লাখ লোকের মধ্যে ২১ লাখ আফ্রিকার উপসাহারার।
- গত দু' বছরে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে এইডস নিয়ে বেঁচে থাকা লোকের সংখ্যা বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের পূর্বাঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ায়, এসব অঞ্চলে ২০০৬ সালে এইডস নিয়ে বেঁচে থাকা লোকের সংখ্যা ২০০৪ সালের চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ বেশি (২১%)।
- বিশ্বে এবং প্রতিটি অঞ্চলে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় এইডস নিয়ে বেঁচে থাকা বয়স্ক নারীর সংখ্যা (১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব) বেশি। ২০০৬ সালে এইডস নিয়ে বেঁচে থাকা নারীর সংখ্যা ১ কোটি ৭৭ লাখ, যা ২০০৪ সালের চেয়ে ১০ লাখের চেয়ে বেশি।
- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চিকিৎসা ও সেবার সুযোগ বেশ বেড়েছে। এন্টিরিট্রোভাইরাল চিকিৎসা সুবিধার প্রসারের ফলে ২০০২ সালের পর নিম্ন ও মাঝারি আয়ের দেশগুলোতে প্রায় ২০ লাখ আয়ু বছর অর্জিত হয়েছে।
- এশিয়া, ইউরোপের পূর্বাঞ্চল ও লাতিন আমেরিকায় এইচআইভি মহামারীতে উচ্চ ঝুঁকির আচরণের কেন্দ্রিকতা (যেমন ইনজেকশনের

	এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা লোক	নতুন সংক্রমণ ২০০৬	এইডসে মৃত্যু ২০০৬	বয়স্কদের মধ্যে বিদ্যমানতার হার %
আফ্রিকার উপসাহারা	২ কোটি ৪৭ লাখ	২৮ লাখ	২১ লাখ	৫.৯%
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৭৮ লাখ	৮ লাখ ৬০ হাজার	৫ লাখ ৯০ হাজার	০.৬%
পূর্ব এশিয়া	৭ লাখ ৫০ হাজার	১ লাখ	৪৩ হাজার	০.১%
লাতিন আমেরিকা	১৭ লাখ	১ লাখ ৪০ হাজার	৬৫ হাজার	০.৫%
উত্তর আমেরিকা	১৪ লাখ	৪৩ হাজার	১৮ হাজার	০.৮%
পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ	৭ লাখ ৪০ হাজার	২২ হাজার	১২ হাজার	০.৩%
পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া	১৭ লাখ	২ লাখ ৭০ হাজার	৮৪ হাজার	০.৯%
মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা	৪ লাখ ৬০ হাজার	৬৮ হাজার	৩৬ হাজার	০.২%
ক্যারিবীয় অঞ্চল	২ লাখ ৫০ হাজার	২৭ হাজার	১৯ হাজার	১.২%
ওসেনিয়া	৮১ হাজার	৭ হাজার ১শ’	৪ হাজার	০.৪%
মোট	**৩ কোটি ৯৫ লাখ**	**৪৩ লাখ**	**২৯ লাখ**	**১%**

মাধ্যমে মাদকের ব্যবহার, মূল্যের বিনিময়ে অনিরাপদ যৌনক্রিয়া ও পুরুষে পুরুষে অনিরাপদ যৌনক্রিয়া) বিশেষভাবে সুস্পষ্ট।

- বিশ্বে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই মহামারীর বিস্তার ঘটলেও তা সুনির্দিষ্ট জনশ্রেণীকে ঘিরে বেশি বিদ্যমান।

প্রতিরোধ

- এইডস-সংশি-ষ্ট মৃত্যুর চেয়ে প্রতিবছর নতুন এইচআইভি সংক্রমণের হার বেশি এবং অধিকসংখ্যক লোক এইচআইভি সংক্রমিত হচ্ছে বলে এইডস-সংশি-ষ্ট পীড়ায় বেশি লোক মারা যাবে।
- বিশ্বে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা পাঁচজনের মধ্যে একজনের মৌলিক প্রতিরোধ পরিসেবার সুযোগ রয়েছে। বিশ্বে পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক আটজনের মধ্যে মাত্র একজন বর্তমানে তা করাতে পারছে।
- ১২৫টি স্বল্প ও মাঝারি আয়ের দেশে প্রাপ্ত প্রতিরোধ কৌশল সুবিন্যস্ত করা হলে ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ নতুন সংক্রমণ পরিহার করা যাবে, যা বর্ণিত সময়ে আক্রান্ত হতে পারে বলে অনুমিত লোকের অর্ধেকের বেশি এবং চিকিৎসা সংশি-ষ্ট ব্যয় সাশ্রয় হবে ২ হাজার ৪শ’ কোটি মার্কিন ডলার। প্রতিরোধ ও চিকিৎসা একযোগে বিন্যস্ত করা হলে ২০১০ সালের শেষ নাগাদ ২ কোটি ৯০ লাখ নতুন সংক্রমণ এড়ানো যাবে।

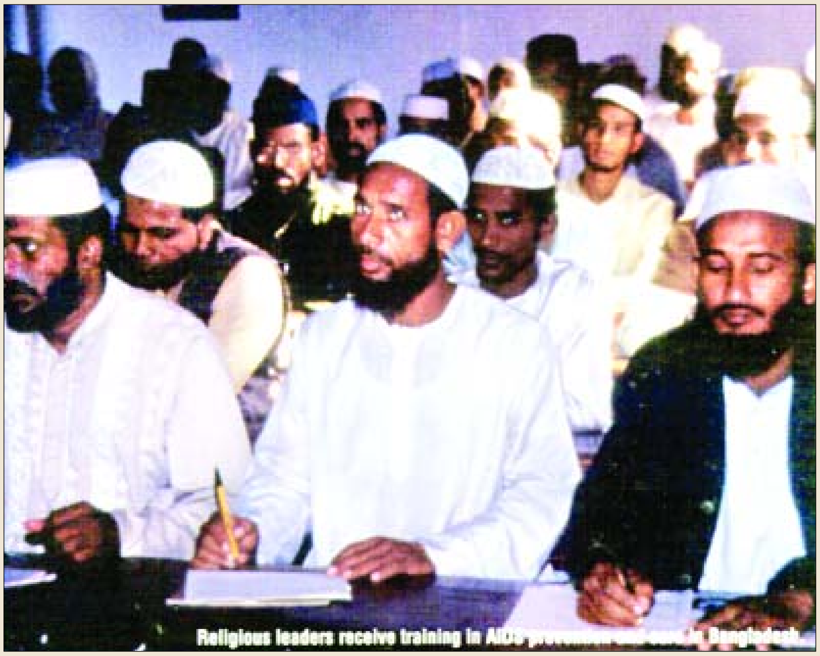

Religious leaders receive training in AIDS prevention and care in Bangladesh

চিকিৎসা

- ইউএনএইডস/ডব-ুএইচওর সর্বশেষ ‘৫-এর ৩’ উপাত্ত অনুযায়ী নিম্ন ও মাঝারি আয়ের দেশগুলোতে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা ১৬ লাখের বেশি লোক এআরভি থেরাপি পাচ্ছে, এ হিসাব ২০০৬ সালের জুন পর্যন্ত। থেরাপি প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ২০০৩ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে চার গুণের বেশি বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে এন্টিরিট্রোভাইরাল থেরাপির আওতায় নিম্ন ও মাঝারি আয়ের দেশের লোকের সংখ্যা ২০০৩ সালের ডিসেম্বরের ৭% থেকে ২০০৬ সালের জুনে ২৪%-এ উন্নীত হয়েছে।

এশিয়া

পর্যবেক্ষণ

- এশিয়ায় ২০০৬ সালে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা লোকের সংখ্যা ছিল ৮৬ লাখ এবং ৯ লাখ ৬০ হাজারের মতো লোক নতুন করে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। ২০০৬ সালে এইডস-সংশ্লিষ্ট ব্যাধিতে প্রায় ৬ লাখ ৩০ হাজার লোক মারা গেছে।
- এন্টিরিট্রোভাইরাল থেরাপি গ্রহণকারী লোকের সংখ্যা ২০০৩ সালের পর থেকে তিনগুণের বেশি বেড়েছে এবং তা ২০০৬ সালের জুন নাগাদ ২ লাখ ৩৫ হাজারে পৌঁছেছে। এটা থেকে বোঝা যায় যে, এশিয়ায় এন্টিরিট্রোভাইরাল চিকিৎসার প্রয়োজন সংবলিত লোকের শতকরা ১৬ ভাগ তা পাচ্ছে।
- কেবল থাইল্যান্ড চিকিৎসার প্রয়োজন সংবলিত লোকদের শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ লোককে তা দিতে সফল হয়েছে।

দেশভিত্তিক উন্নতির চিত্র

- চীনে ২০০৫ সালের শেষে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার। চীনে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা লোকদের প্রায় অর্ধেক (৪৪%) ইনজেকশনে ড্রাগ গ্রহণের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ করে তাদের মধ্যে যৌন ঝুঁকি গ্রহণকারীরা ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের ভেতরে ও বাইরে এইচআইভি ছড়ানোর সম্ভাবনা বৃদ্ধি করছে।
- সামগ্রিকভাবে ২০০৫ সালে চীনে নতুন এইচআইভি সংক্রমণের অর্ধেকই ঘটেছে অনিরাপদ যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে। এটা থেকে বোঝা যায় যে, এইচআইভি সংক্রমণের অধিকতর ঝুঁকিতে থাকা লোকদের কাছ থেকে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে এবং পরবর্তীকালে এইচআইভি সংক্রমিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ভারতে এইচআইভি মহামারী কোনো কোনো এলাকায় স্থিতিশীল বা হ্রাসমান, আবার কোনো কোনো এলাকায় মাঝারি গতিতে বাড়ছে। ২০০৫ সালে প্রায় ৫৭ লাখ লোক এইচআইভি নিয়ে বেঁচে ছিল। ভারতে বেশির ভাগ সংক্রমণ ঘটছে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে অনিরাপদ যৌনমিলনের মাধ্যমে। ফলশ্রুতিতে, বিশেষ করে পল্লী এলাকায় এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা লোকদের মধ্যে নারীর আনুপাতিক হার বেড়ে চলেছে (২০০৫ সালে প্রায় ৩৮%)।
- ভিয়েতনামে এই মহামারী বেড়ে চলেছে এবং ৬৪টি প্রদেশের সবগুলোতে ও সব নগরীতে এইচআইভির সন্ধান পাওয়া গেছে। এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা লোকের সংখ্যা ২০০০ সালের পর থেকে দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং ২০০৫ সালে তা প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজারে পৌঁছেছে। প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাজার লোক সংক্রমিত হচ্ছে এবং এদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হলো ইনজেকশনে মাদক গ্রহণকারী এবং অর্থের বিনিময়ে যারা যৌনক্রিয়া করে বা দেহ বিক্রি করে।
- ১৯৯০র দশকের শেষ ভাগ থেকে কমতে কমতে কম্বোডিয়ায় এই মহামারী স্থিতিশীল হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলো পরিচালিত আচরণ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা, বিশেষ করে যৌন শিল্পে ফলপ্রসূ হওয়ার জোরালো প্রমাণ রয়েছে।
- থাইল্যান্ডে ২০০৫ সালের শেষে প্রায় ৫ লাখ ৮০ হাজার বয়স্ক ও শিশু এইচআইভি নিয়ে বেঁচে ছিল। বার্ষিক এইচআইভি সংক্রমণ অব্যাহতভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং ২০০৫ সালে যে প্রায় ১৮ হাজার নতুন সংক্রমিত হয়েছে তা ২০০৪ সালের সংক্রমিতের ১০% কম। তবে সংক্রমণের কম ঝুঁকিতে রয়েছে বলে বিবেচিত লোকদের মধ্যে বিপুল হারে নতুন সংক্রমণ ঘটছে। ২০০৫ সালে নতুন সংক্রমিতদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিবাহিত মহিলা, যারা সম্ভবত তাদের স্বামীর মাধ্যমে সংক্রমিত হয়েছে।
- থাইল্যান্ডে সমকামী পুরুষরা এইচআইভি সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। ব্যাংককে সমকামী পুরুষদের মধ্যে এইচআইভি বিদ্যমানতা দ্রুত

হারে বেড়ে ২০০৩ সালের ১৭% থেকে ২০০৫ সালের ২৮%-এ উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে ২২ ও তার কম বয়সীদের মধ্যে বিদ্যমানতার হার ১৩% থেকে ২২%-এ উঠেছে।

- থাইল্যান্ডের মহামারীতে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণও সংক্রমণের একটা ঝুঁকির কারণ হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে চিকিৎসার জন্য ক্লিনিকে যাওয়া লোকদের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ এইচআইভি ধনাত্মক বলে দেখা গেছে এবং থাইল্যান্ডে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের শতকরা ৩ থেকে ১০ ভাগ প্রতি বছর নতুন এইচআইভি সংক্রমিত হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের বিরাট অংশ জীবাণুমুক্ত না-করা ইনজেকশন সরঞ্জাম ব্যবহার করে (সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রায় ৩৫%)।
- মিয়ানমারে প্রাথমিক আভাসে দেখা যাচ্ছে যে, মহামারী হয়তো-বা হ্রাস পাচ্ছে। গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের পর্যায় হ্রাস পাচ্ছে (২০০৫ সালে ১.৩% যা ২০০০ সালের ২.২% থেকে কম)। অন্যান্য যৌনবাহিত সংক্রমণের চিকিৎসা নেয়া পুরুষের মধ্যে সংক্রমণ হারের হ্রাস দেখা গেছে (২০০১ সালের ৮% ২০০৫ সালে ৪%-এ নেমেছে)। তথাপি দেশটি এক গুরুতর মহামারীর মধ্যে রয়েছে, সেখানে ২০০৫ সালের শেষে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা লোক ছিল প্রায় ৩ লাখ ৬০ হাজার এবং জাতীয় ভিত্তিতে বয়স্কদের মধ্যে বিদ্যমানতার হার ছিল প্রায় ১.৩ শতাংশ। ২০০৫ সালে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুবশ্রেণীর মধ্যে এইচআইভি বিদ্যমানতার হার ২.২% যা একটা মারাত্মক উদ্বেগের বিষয়। এছাড়া সারা দেশে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক ব্যবহারকারীদের ৪৩% এবং যৌনকর্মীদের তিনজনের প্রায় একজন (৩২%) ২০০৫ সালে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে ছিল।
- পাকিস্তানে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক ব্যবহারকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার নারী ও পুরুষ যৌনকর্মীসহ অন্যভাবে সংক্রমিতদের হারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

- আফগানিস্তানে এইচআইভি উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে, সেখানকার অবস্থা এইচআইভি দ্রুত বিস্তারের অনুকূল। আফগানিস্তানে এই মহামারী প্রাদুর্ভাবের সম্ভাব্য মিলিত কারণ হলো ইনজেকশনের মাদক ব্যবহার ও অর্থের বিনিময়ে অনিরাপদ যৌনক্রিয়া।
- ইন্দোনেশিয়ায় ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী প্রায় ১ লাখ ৪৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার লোকের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের উচ্চ হার সে দেশে এর ব্যাপকতর বিস্তারের সম্ভাবনা বহন করে। ২০০৫ সালে সেখানে ১ লাখ ৭০ হাজার বয়স্ক এইচআইভি সংক্রমিত ছিল।
- পাপুয়ায় এইচআইভি এখন জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। বেশ কয়েকটি গ্রামে বয়স্কদের প্রায় ১% এইচআইভি নিয়ে বেঁচে আছে বলে দেখা গেছে। এলাকাকেন্দ্রিক এই মহামারীর প্রধান কারণ হিসেবে যা মনে হয় তা হলো অর্থের বিনিময়ে যৌনক্রিয়ার এমন একটা সংস্কৃতি সেখানে রয়েছে, যেখানে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুবকদের শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ দেহ ক্রয় করে।
- মালয়েশিয়ায় ২০০৫ সালে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৯ হাজার। সেখানে এইচআইভি সংক্রমণের সবচেয়ে সাধারণ ঝুঁকির কারণ হলো দূষিত ইনজেকশন সরঞ্জামের মাধ্যমে মাদক ব্যবহার (যা ২০০২ সালে সংক্রমিত চারটির মধ্যে তিনটি সংক্রমণের জন্য দায়ী, সংক্রমিতদের বেশির ভাগই ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী পুরুষ)।
- ফিলিপাইনে প্রধানত অনিরাপদ যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে এইচআইভি ছড়াচ্ছে। সেখানে জাতীয় ভিত্তিতে বয়স্কদের মধ্যে এইচআইভি বিদ্যমানতার হার ০.১%-এর অনেক নিচে। ১৯৮৪ সাল থেকে যাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ নির্ণয় করা হয়েছে তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিদেশ থেকে ফেরা ফিলিপিনো কর্মী (বেশির ভাগই সমুদ্র নাবিক ও গৃহকর্মী)। ১৯৯০র দশকের গোড়া থেকে অন্যান্য প্রতিরোধ প্রচেষ্টার পাশাপাশি যৌনকর্মীদের দেহে যৌনবাহিত সংক্রমণ পরীক্ষা ও চিকিৎসার উদ্যোগ সম্ভবত অর্থ বিনিময়মূলক যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে এই ভাইরাস বিস্তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করেছে। ১%-এর কম যৌনকর্মী এইচআইভি সংক্রমিত।
- জাপানে ২০০৫ সালে প্রায় ১৭ হাজার বয়স্ক ও শিশু এইচআইভি নিয়ে বেঁচে ছিল। সমকামী পুরুষের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার বেড়ে চলেছে। প্রতিবছর এইচআইভি সংক্রমিতের কমপক্ষে ৬০% হলো এসব সমকামী।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org